নমঃ যন্ত্র নমঃ

প্রণব কর্মকার

জলেশ্বর বরুণ কে সেদিন কুর্মদেব মুখে করে এনে একটি বিচিত্র যন্ত্র উপহার দিয়ে নিবেদন করল, হে জলেশ্বর এর রূপ দেখুন; এর বৈচিত্র্য দেখুন, এটা যদি কেউ হাতের মধ্যে রাখে বা থলে করে ঝুলিয়ে বেড়ায় তবে আপনার জলধিতে যত রত্ন আছে সব এর রূপের কাছে ফেল মারবে। এর ধারক নিজেকে খুব স্মার্ট ভাবতে পারবে। তবে যন্ত্রটা কি আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না? এটা খোঁচাখুঁচি করে একটা বাজনা আবিস্কার করেছি, একটা ছোট পর্দা আবিস্কার করেছি, যাতে নানান রঙের খেলা চলেছে, আমার মনে হয় জলদেশে এর ব্যবহার ও আবিস্কার দেশের উন্নতি করবে।

পাত্র মিত্র বেষ্টিত জলেশ্বর যন্ত্রটা হাতে নিয়ে উপভোগ করলেন। নিজেকে স-প্রতিভ ভাবলেন এবং খোঁচাখুঁচি শুরু করলেন। মিষ্টি আলোর খেলা, বাজনা সবাই শুনলেন শুধু কয়েকটা বিন্দু আলোয় পরপর আঙুল ছোঁয়াতেই মানুষের কণ্ঠস্বরে তীব্র ধমক খেলেন। চমকে উঠে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনরকমে সম্মান বজায় রাখার জন্যে শুধু গম্ভীর স্বরে কুর্মদেবকে জিজ্ঞেসা করলেন - এটা কোথায় পেয়েছ?

আজ্ঞে, মহারাজ সেদিন বঙ্গদেশীয় গঙ্গায় একটা লোক ডুবে গিয়েছিল, তারই একজন আরোহীর পকেটে এটা পেয়েছি। জলেশ্বর বুঝলেন যন্ত্রটা মর্ত্যধামের, তিনি গুপ্তচরের মুখে শুনেছেন মর্ত্যমানবেরা যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। মোটেও পাত্তা দিতে চাইছে না, তারা অনায়াসেই বাঁধ টাঁধ দিলে জলধারাকে অন্য পথে চালিত করে নিজের সুখ সুবিধা করে নিচ্ছে। মুখে বললেন, যার পকেটে পাওয়া গেছে সে এখনো এখানে আছে না যমালয়ে পাঠানো হয়েছে।

না, মহারাজ যন্ত্রের রহস্য উদঘাটনের জন্যে এখনো রেখে দেওয়া হয়েছে। অশ্বিনী কুমারেরা তার চিকিৎসা করেছেন।

কিছুদিনের মধ্যে জলদেশে প্রচারিত হল মর্ত্যমানবের যন্ত্রের রহস্য আজ রাজসভায় প্রকাশিত হবে। মর্ত্যমানব স্বয়ং সেই রহস্য উদ্ঘাটন করবেন। যন্ত্র মহিমা শুনতে সকলেই আগ্রহী অতএব জলদেব - দেবী জলের সমস্ত প্রাণীরাও সভায় উপস্থিত।

জলেশ্বর বরুন জিজ্ঞাসা করলেন—

যন্ত্রটিনর নাম কি?

লোকটা ছিল বাঙালী, সে উত্তর দিল এর নাম সঞ্চারমান দূরভাষ; শব্দটা বেশ কঠিন লাগায় বরুণদেব জানতে চাইলেন এর ডাক নাম কি? উত্তরে লোকটি জানালো মোবাইল, সভায় হর্ষধ্বনি উঠল।

এর কাজ কি?

এর কাজের শেষ নেই, প্রেম করা, প্রেমিকার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা, প্রেমের ঝগড়া করা, বিরহের প্যান - প্যানানি গাওয়া। স্বামীকে জিনিস আনতে বললে ভুলে গেলে স্ত্রীর মনে করিয়ে দেওয়া, জুয়োখেলা, দমকল - পুলিশ ও বিভিন্ন স্থানে খবর দেওয়া, খবর নেওয়া, শারীরিক কুশল জানা, মিসকল করে অবৈধ প্রেম করা, রান্নার মেনু জানতে স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করা, ঘন্টার পর ঘন্টা অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করা, মিথ্যে বলা - অশেষ ফল এর।

বরুণদেব জানতে চাইলেন, মিথ্যে বলা যায় কি ভাবে?

উত্তরে লোকটি জানায়, 'কেন ধরুন আপনি কারো সঙ্গে গোপনে কুঞ্জে বসে ফস্টি নস্টি করছেন, বরুণানীকে ভাঁওতা দেবার জন্যে বললেন রাজকার্যে ব্যস্ত আছেন। বরুণানীও আপনার বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে মোবাইলকে সর্ব পূজ্যের আসনে বসিয়ে দিলেন। শয়নে - স্বপনে, উঠতে - বসতে, জন্মাতে - মরতে, কলহেতে - বন্দুত্বে, প্রেমে - অপ্রেমে, রাঁধনে - বাড়নে, নীতিতে - দূর্নীতিতে সমস্ত দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারবেন।

বরুণদেব বললেন, আচ্ছা সবই বুঝলাম এর ব্যবহার আমাদের শিখিয়ে দাও দেখি।

সৌভাগ্য বশতঃ লোকটার পকেটে আরেকটা মোবাইল ছিল। সেই মোবাইলটা বরুণদেবকে ও অন্যটা বরুণানীকে দিয়ে ব্যবহার শিখিয়ে দিল। বরুণদেব কয়েকটা আলোর বিন্দুতে হাত ছোঁয়াতেই বরুণানীর মোবাইলে মিষ্টি বাজনা বেজে উঠল। বরুণানী তা কানে দিতেই বরুণ বললেন, জানো আজ তোমায় না খুউব..., বরুণানী লজ্জা পেয়ে বললেন - এই যাঃ, অন্যেরা শুনে ফেলবে যে।'